124

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 15-05 ... পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

জালিয়াতি করিয়া স্কলারশীপের টাকা আত্মসাৎ ॥ প্রতারক 'ষ্টার মার্ক' পাওয়া ছাত্র

আনোয়ার আলদীন ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের এক ছাত্র জালিয়াতিতে রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছে। গাজী ওয়াহিদ কবির নামে অনার্স তৃতীয়বর্ষের এই ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮ জন মেধাবী ছাত্রের ট্যালেন্ট স্কলারশীপের প্রায় দেড় লক্ষ টাকা জালিয়াতির মাধ্যমে ব্যাংক হইতে উত্তোলন করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছে। এই ৮ ছাত্রের নামে জনতা

(২য় পৃষ্ঠায় ২-এর কঃ দ্রঃ)

জালিয়াতি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ব্যাংক টিএসসি শাখায় আটটি ভুয়া একাউন্ট খুলিয়া ঐ ছাত্রদের সংশ্লিষ্ট বিভাগের চেয়ারম্যান এবং হল প্রভোষ্টের সীল-স্বাক্ষর জাল করিয়া সে সতর্কতার সঙ্গে ব্যাংক হইতে টাকা তুলিয়া নিয়াছে। সম্প্রতি ব্যবস্থাপনা বিভাগের ষ্টারধারী ছাত্র সালাহউদ্দিন রিপন তাহার ট্যালেন্ট স্কলারশীপের সাড়ে তের হাজার টাকা তুলিতে জনতা ব্যাংকের টিএসসি শাখায় গিয়া দেখিতে পায়, তাহার নামে টাকা তুলিয়া নেওয়া হইয়াছে। রিপন ইহাতে হতবাক হইয়া যায়। পরে বিষয়টি সে ব্যাংকের ম্যানেজারকে জানাইলে তিনি তদন্ত করিয়া দেখিতে পান যে, জালিয়াতির মাধ্যমে গাজী ওয়াহিদ কবির ৮ জনের ট্যালেন্ট স্কলারশীপের টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে। বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়। ব্যবস্থাপনা ৩য় বর্ষের ছাত্র কবিরকে (রোল নং-২২৩১, এফ, রহমান হল) কর্তৃপক্ষ শো'কজ করে। পরে সে লিখিতভাবে এই অর্থ আত্মসাতের কথা স্বীকার করিয়াছে।

যে ছাত্রদের অর্থ আত্মসাৎ করা হইয়াছে তাহারা হইলঃ সালাহউদ্দিন রিপন (ব্যবস্থাপনা বিভাগ), এসএম সায়েম (ব্যবস্থাপনা বিভাগ), আহমেদ দেলোয়ার হোসেন (অর্থনীতি বিভাগ), আমির হোসেন (অর্থনীতি বিভাগ), এহসানুজ্জামান (অর্থনীতি বিভাগ), ইসহাক মাহবুব (অর্থনীতি বিভাগ), আব্দুর রহিম খান (ব্যবস্থাপনা) এবং আহমেদ মুজাহিদুর রহমান (অর্থনীতি বিভাগ)।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, তদন্ত করিলে এই ধরনের আরও আত্মসাতের ঘটনা উদঘাটিত হইতে পারে। জনতা ব্যাংক টিএসসি শাখা ট্যালেন্ট স্কলারশীপের টাকা আত্মসাতের ঘটনা তদন্ত অব্যাহত রাখিয়াছে। জানা যায়, গাজী ওয়াহিদ কবিরও এইচএসসি পরীক্ষায় ষ্টার নম্বরধারী। সে ব্যাংক হইতে তাহার নিজের স্কলারশীপের টাকা উত্তোলন করিতে গিয়া 'কূটকৌশল' আবিষ্কার করে। পরে সে স্কলারশীপপ্রাপ্ত ছাত্রদের নাম-ধাম, বিভাগ, রোল নম্বর ইত্যাদি উদ্ধার করিয়া নিয়ম অনুযায়ী উল্লেখিত ৮ ছাত্রের নামে ব্যাংকে পৃথক সেভিংস একাউন্ট খোলে। ইহার পর ঐ ছাত্ররা যে যে হলে সংশ্লিষ্ট সেখান হইতে নকল পরিচয়পত্র তৈয়ারী করে। স্কলারশীপ লাভের জন্য যে 'বিল' তৈরী করিতে হয় বিশেষ কৌশলে তাহাও ওয়াহিদ কবির তৈরী করিয়া শিক্ষকদের সীল-স্বাক্ষর সংগ্রহ করে। জালিয়াতির এই পুরা অবৈধ প্রক্রিয়াটি এতই নিখুঁত যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা এবং ব্যাংক কর্মকর্তারা হতবাক হইয়া গিয়াছেন।